স্বনির্বাচিত কবিতা
শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী

[বাসি রুটি, মগ্ন জল,
জমাট মুগ্ধতার ফোঁটার মতন কিছু ম্রিয়মাণ বচসা সহযোগে
ড্যাং ড্যাং শীতের দিনের শুরু হল -]

(১)

শীত এপিসোড শুরুতেই,
আমাদের ফুলকাটা- ট্রাঙ্কবন্দী ন্যাকাপশমের বাধ্য ছোঁয়াগুলি
অগুন্তি পাখির মতন
ভেসে বেড়াচ্ছে...
ভেসে বেড়াচ্ছে...
ভেসে বেড়াচ্ছে...
রোদ্দুরের বুকের ভেতর পাক খেতে খেতে ঝিকিয়ে উঠছে।
বেদেনীরা কলসেন্টারময় দাপিয়ে বেড়াতে বেড়াতে
আউড়ে নিচ্ছে জলপড়ার দু' কলি মন্তর,
আর আড়চোখে চেয়ে নিচ্ছে কাঁচের কেবিন ভেদ ক' রে।
ওদিকে অন্যান্য শহুরে অংশে লাল- নীল ফরাস পাতা গোল হলঘরগুলোয়
তেরছা আলো ঢুকে পড়ে একাক্কার করে দিচ্ছে সব অন্দরমহলীয় ঢাকাঢুকি।
লোহালক্কড় আর দূরগামী এক্সপ্রেস- ট্রেনের শব্দ বিঁধে যাচ্ছে যত্রতত্র -
ঘাড়ে, পিঠে, কানের লতিতে...
আর এসবের পাশাপাশি,
বাতাসে আর্দ্রতার হ্রাসজনিত কারণে অকারণ কান্না কমে গেছে,
আমাদের ফুলকাটা- ট্রাঙ্কবন্দী ন্যাকাপশমের বাধ্য ছোঁয়াগুলি
অগুন্তি পাখির মতন
সারাদি- ন ভেসে বেড়াচ্ছে...
ভেসে বেড়াচ্ছে...
ভেসে বেড়াচ্ছে...
শহরের মোড়ে মোড়ে ইস্তেহার পড়েছে আবার -

" সেইসব সুগন্ধী ক্রিম মসৃণতা শেখাতে এসে গ্যাছে !!"

(২)

সোহাগী দুপুরে ওরা ধীরস্থির ডিসকাউন্ট রাখে
এ.সি. , পাখা, এয়ারে, কুলারে,
এসব ছায়াছবিও ঘাড় ফেরানোর অবসরে ঢুকে আসে স্ক্রিপ্টের ভিতর -
এরপর, হঠাৎ- ই সিঁড়ি বেয়ে
নেমে আসে আমাদের বাধ্যতামূলক যৌনতা -
আঙুলে আঙুল জড়িয়ে শুয়ে আছে রোদ্দুর,
রাস্তার বূকের উপর।
পাশ দিয়ে উড়ে গেলে ফেরারী আদুর প্লাস্টিক
আড়চোখে নখ কাটছে নিদারুণ বাধ্য লম্পট ।
চোখ সয়ে গেছে ব' লে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছেনা,
কারণ এই নিভৃত কুহক নিতান্তই ব্যাকগ্রাউন্ডীয়-
আবহতে যতটুকু লাগে,
ঠিক ততটুকু ব্যবহৃত ।

(৩)

ছাপা কাগজের রক্ত ছিটকে এসে গায়ে লাগে না,
দাগ প' ড়ে না তাই।
অথচ গড়িয়ে নামে, অথচ ম্যাজিক- কিস
রঙ বদলে দেয় রাস্তার।
ক' দিন চকের দাগ থাকে,
হাঁটিয়েরা পাশ কাটিয়ে যায়
টেলিগুঞ্জনে ওড়ায় বেপাড়ার ব্যস্ত পোস্টার -
গা ছমছম করে ওঠে আমাদের মেলানিন- সন্ধ্যার।
পাপারাৎজিরা সব দলবেঁধে দাহ- টাহ সেরে

সোহাগের চিহ্ন ঘাঁটে যুবকের প্রেমিকার মুখে
শীত- কম্পোজিশনের বিছানায় ।
ছাপা কাগজের রক্ত ছিটকে এসে গায়ে লাগে না,
বুলেটিন লাগে।

(৪)

আমাকে চেনাবে ব' লে ইজারা নিয়েছে কেউ
শীতের অব্যর্থ ডুয়ার্স।
কাঠের বসতবাড়ী, দ্বিভাষিক অরণ্য মন্তাজ,
এছাড়াও ছোট ছোট অঞ্চলে ছড়ানো কাশ,
হাওয়ার সুদীর্ঘ বালিয়াড়ী জুড়ে জুড়ে শরতের ক্ষুদ্র ঋতুস্রাব -

অথচ এখন আর এদিকে অমন কোনো লম্বা হাওয়া চলাচল নেই,
দেওয়াললিখনে ধাক্কা,
ভেঙেচুরে গেছে কত সুতন্বী হাওয়াদের মন।
আজকের মত এই দীর্ঘ দিনের ক্লোন বসে আছে সার দিয়ে
ক্যালেন্ডারীয় ভূমিকায়-
দুপুর গড়িয়ে যত ভোর হল মহানগরীতে,
ফ্রেম ছেড়ে উড়ে গেল ততোধিক প্যাঁচাদের চোখ।
আমার গরাদমাঝে উঁকি দিলো পর্দা সরিয়ে
অক্ষয় অক্ষরজাত দীর্ঘতম অণুদৃশ্যপটে,
চ্যাট- শ্রান্ত কিশোর ম্যাকবেথ -
আমাকে চেনাবে ব' লে
শীতের অব্যর্থ ডুয়ার্স।

(শীতের অব্যর্থ ডুয়ার্স, সপ্তর্ষি প্রকাশন)

নিজেকে

।। ১ ।।

মেঘের ' পরে মেঘের,
আর অন্ধকারের উপর কিছু
অন্ধকারের ঘনিয়ে আসা ভালো।
দোরগুলো খুব ছোট,
আর আদিগন্ত চৌকাঠ, তার
ত্বকের নীচে মেদের মতো আলো।

।। ২ ।।

নিজেকে টাঙাবো ব'লে
দেওয়ালে একটা বড় অংশ শূন্য করে রাখি।
পুরোনো চলটা ওঠা –
তবু খুব প্রিয় নোনা লেগে
আমার ঘরের গায়ে আকাশের শূন্যতার পাখি
আঁকা হয়ে গেছে দুর্গ্রহে।
আদ্যোপান্তে তার শিকলের মতো ফুটে আছে।

আমাকে শোয়াবো বলে,
ওরই পাশে রেখেছি বাস্তব
দেওয়ালিক নিকোনো উঠোন,
অল্প নোনায় নীল তুলসীমঞ্চে ফুল ফোটে –
নিজেকে টাঙাবো ভাবি,
ফ্রেমগুলি দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

(এসো বৃষ্টি এসো নুন – সৃষ্টিসুখ প্রকাশন)

===

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী অনেকদিন পর কৌরব অনলাইনে। শ্রীদর্শিনী পেশাগতভাবে গানকে বেছে নিয়েছেন। গান বাঁধেন গান শেখান। দেশ বিদেশের কবিতা, গান, ছায়াছবি, বহু ধরনের শিল্প, দৈনন্দিন জীবন, প্রেম এবং কবির এক নিজস্ব কমিউনে বাস করেন মনে মনে। সেখান থেকেই জন্মায় তার কাজ। পড়াশোনা স্নাতকোত্তর, অর্থনীতির।